লিলুয়া থানার লক আপে মৃত্যু

তদন্ত রিপোর্টে পুলিশের গাফিলতি প্রকাশ, পুলিশকর্মীরা শাস্তির মুখে

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ চোর সন্দেহে ধৃত লিলুয়া থানার লকআপে পুলিশের গাফিলতির কারণেই বেলগাছিয়ার কুঞ্জপাড়ার কালু দাস ওরফে কৃষ্ণ -র মৃত্যু হয়েছে বলে তদন্তকারী অফিসার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (শহর) সুকেশ কুমার জৈনের পেশ করা রিপোর্টে জানিয়েছেন। সোমবার তদন্ত করা রিপোর্ট তিনি পুলিশ সুপার নীরজ কুমার সিংয়ের কাছে পাঠিয়ে দেন। পুলিশীসূত্রে জানান হয়েছে এর ফলে আগেই সাসপেন্ড হওয়া অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনসপেক্টর বিশ্বনাথ দাস বৈরাগ্য ও কনস্টেবল সিদ্ধেশ্বর ঘোষ কঠোর শাস্তি পেতে চলেছেন। শুধু এঁরাই নয়, লিলুয়া থানার আই-সি শাস্তি পেতে পারেন। কারণ গাফিলতির কারণে শুধু সাব ইনসপেক্টর ও কনস্টেবলই নয় থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক হিসাবে আই-সির মুখ্য ভূমিকা রয়েছে। পুলিশ হেপাজতে নেওয়া ধৃত ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য বিশেষ তৎপর হওয়া উচীৎ ছিল। পুলিশ কর্তা সরাসরি অভিযোগ তোলায় জেলার পুলিশ মহলে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছে। নীচুতলার পুলিশকর্মীরাও থানার ওই আধিকারিকের গাফিলতিতে তাঁর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে গণপ্রহারেই কালুর মৃত্যু হয়েছে, তার দেহের নানা জায়গায় আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়, শুধু তাই নয় স্থানীয় লোকজন যখন তাকে চোর সন্দেহে থানায় নিয়ে আসে মাদকাসক্ত অবস্থায় থাকায় শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে, তাকে ঠান্ডায় কোনরকম চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়নি। ধৃত ব্যক্তির পরিস্থিতি জটিল হলে তাদের হুঁস হয়। ভোর ৪টে থেকে সকাল ৯টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত তাকে লক আপের মেঝেতেই ফেলে রাখা হয়। রবিবার গুরুতর অবস্থায় তাকে টি এল জয়সোয়াল হাসপাতালে মৃত অবস্থাতেই নিয়ে যাওয়া হয়।

এদিকে মানবাধিকার সংগঠণ 'মাসুম' পুলিশের গাফিলতির কারণে যেভাবে কালুর মৃত্যুতে হয়েছে তার শাস্তির দাবি নিয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার দ্বারস্থ হচ্ছেন। টি এল জয়সোয়াল হাসপাতালের সুপার স্বপন কুমার হরি জানান, কালুকে হাসপাতালে মৃত অবস্থাতেই আনা হয়, তার মুখে ও পায়ে আঘাতের চিহ্ন ছিল। এতে থানার লকআপেই কালুকে পুলিশের গণপ্রহারের ফলে কালুর মৃত্যু হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে বলে সংগঠণের পক্ষে জানান হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, কালুকে চুরির সন্দেহে ২৮ ডিসেম্বর ভোরে বামনগাছির সি রোড থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা লিলুয়া থানায় আনে, থানায় বিশ্বনাথ দাস নাম নথিভুক্ত হয়, ফলে ডেথ সার্টিফিকেটও সেই নামে ইস্যু হয় বিশ্বনাথ দাসের পরিবার লোকেরা মর্গে শনাক্ত করতে গেলে বিশ্বনাথ দাস নয় বলে জানা যায়, তার নাম নিয়ে বিভ্রাট হয়। পরে কালু দাস বলে জানা যায় অর্থাৎ সে পুলিশের কাছে ভুল নাম বলেছিল বলে ধরা পড়ে।